দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 NOV 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

আইডিয়াল স্কুলে অচলাবস্থা

অভিভাবকরা দ্বিধাবিভক্ত জিম্মি হয়েছে শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে এখন অচলাবস্থা চলছে। স্কুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবক। চলতি বছরের বার্ষিক পরীক্ষা অসমাপ্ত থেকেই স্কুলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষিত হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরীর সাথে প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানের দ্বন্দ্ব স্কুলটির এই অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। স্কুলের ডোনেশন প্রথা বাতিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎসহ নানা অনিয়ম তদন্তে প্রমাণিত হলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়। প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানের একক সিদ্ধান্তে আইডিয়াল ঃ পৃঃ ১২ কঃ ৮

আইডিয়াল ঃ অচলাবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শনিবার থেকে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। শিক্ষকদের একটি অংশ ও অভিভাবকরা স্কুল চালু করার দাবি জানিয়েছেন। স্কুলে এখন প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে।

জানা গেছে, প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের নানা অনিয়ম ও অর্থ আত্মসাৎ সম্পর্কিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ পাওয়ার পরপরই তিনি স্কুল বন্ধ ঘোষণা করেন।

প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সাংসদ সাবের হোসেন চৌধুরীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই তদন্ত করেছে। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে নানা দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত বৃহস্পতিবার তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্ত দু' একদিনের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে জানা গেছে।

আইডিয়াল স্কুলের বর্তমান সংকটের কারণে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অভি-ভাবকরাও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একটি পক্ষ রয়েছে চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরীর পক্ষে এবং অপরপক্ষ প্রধান শিক্ষকের। প্রধান শিক্ষকের পক্ষাবলম্বনকারীরা তাকে আজীবন প্রধান শিক্ষক রাখার দাবি করছে। গতকাল স্কুল গেটে দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে।

ফয়জুর রহমান দীর্ঘ দিন থেকে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন। স্কুলটি তার একক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতো। এখানে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তিতে ডোনেশন প্রথাকে অগ্রাধিকার দেয়া হতো এতদিন।

প্রধান শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও তিনবার তিনি চাকরির সময় বাড়িয়ে নেন বোর্ড থেকে। এ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে একটি অংশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তার চাকরির সময়সীমা বাড়ানোর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা আদালতে যায়। গত বছর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এতে প্রধান শিক্ষক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন। পরে গভর্নিং বডি এ ঘটনার অপরাধে ৭ জন শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে। এর পরপরই স্কুলের আয় ব্যয়ের হিসাব বের করার জন্যে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেন। তদন্তে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়ে। প্রধান শিক্ষক বিষয়টি আঁচ করতে পেরে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের একটি অংশকে ক্ষেপিয়ে তোলেন। এছাড়া চেয়ারম্যান সম্প্রতি স্কুলের ডোনেশন প্রথা বাতিল করার ঘোষণা দিলে প্রধান শিক্ষক তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আইডিয়াল স্কুলের সংকট বর্তমানে রাজনৈতিক মোড় নিয়েছে। সাবের হোসেন চৌধুরী আওয়ামী লীগের সাংসদ হওয়ায় প্রধান শিক্ষক বিএনপি ও জামাতে ইসলামীর লোকজন নিয়ে তার দল ভারি করেছেন বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে।